The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

সহিহুল বুখারির হাদিসে বর্ণনালংকার : একটি পর্যালোচনা

[Rhetorical Ornament in the Hadithes of Sahih Al-Bukhari: A Review]

Md. Abdullah
PhD Fellow, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 23 February 2025
Received in revised: 20 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 'Ilm Al-Bayan, Tashbih, Majaz, Kinayah.

ABSTRACT

Among the great personalities who enriched the knowledge of Hadith, Imam Bukhari (RA) was one of them. During the third century of the Islamic Hijra calendar, several Hadith scholars made relentless efforts to perfect the science of Hadith. Among them, Imam Bukhari (RA) was one of the most notable. During this period, he compiled the world-renowned Hadith collection Al-Jami' al-Sahih, commonly known as Sahih Al-Bukhari.The language of the Prophet (SM) was simple, eloquent, and concise. He never spoke unnecessarily and conveyed deep meanings with very few words. His speech was adorned with beautiful rhetoric. Therefore, the analysis of the ornamentation of the Hadith is a highly important and necessary subject. The way of expressing a thought in various forms according to the demands of the situation is called 'Ilm al-Bayan. Arabic rhetoric has specific principles, such as 'Tashbih' (simile), 'Majaz' (Allegory), and 'Kinayah' (metonymy). In this essay, we will attempt to analyze the rhetoric of Hadith by identifying these significant principles and examining their usage in the Hadith of Sahihul Bukhari.

১. ভূমিকা

আল-হাদিস হলো অপঠিত ওহি, যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর অন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। শরিয়তের উৎসগ্রন্থ হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় হাদিস বলতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত সাহাবি এবং তাবি‘য়ীদের কথা, কাজ এবং অনুমোদনকেও হাদিস বলে গণ্য করা হয়। এখানে হাদিস বলতে মূলত এককভাবে রাসূল সা.-এর বাণীকেই বুঝানো হয়েছে। হিজরী তৃতীয় শতকে যে সকল হাদিসবেত্তার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদিসশাস্ত্র উৎকর্ষতা লাভ করে ইমাম বুখারি রহ. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই সময়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেন জগদ্বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ ‘আল-জামি‘উস সহিহ’, যা সহিহুল বুখারি নামে সর্বাধিক পরিচিত। রাসূল সা.-এর মুখের ভাষা ছিল অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল। তিনি কখনোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। অল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশ করতেন। এজন্য তাঁকে ‘জাওয়ামিউল কালিম’ বলা হয়। তাঁর বাণী ছিল অলংকারপূর্ণ। তাই রাসূল সা.-এর বাণী বা আল-হাদিসের অলংকার বিশ্লেষণ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ভাবকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক বর্ণনার পন্থাকে علم البيان বা বর্ণনালংকার বলে। আরবি অলংকার শাস্ত্রে বর্ণনালংকারের কিছু সুনির্দিষ্ট সূত্র রয়েছে। যেমন التشبيه، المجاز، الكناية ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বর্ণনালংকারের উল্লেখযোগ্য সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে সহিহুল বুখারির হাদিসের মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনার মাধ্যমে হাদিসের বর্ণনালংকার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাবো।

২. ইমাম বুখারি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

ইমাম বুখারি রহ. ছিলেন একজন বিশ্ববিশ্রুত হাদিস বিশারদ। ইমাম বুখারি রহ.-এর আসল নাম- মুহাম্মাদ। উপনাম- আবু ‘আব্দিল্লাহ। উপাধি- আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদিস। বংশধারা- মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরা বিন বারদিযবা।[১] ইমাম বুখারি রহ. মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাকেন্দ্র বুখারা নগরে আব্বাসীয় খলিফা আল-আমিন-এর শাসনামলে ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল শুক্রবারের দিন জুমু‘আর সালাতের পর জন্মগ্রহণ করেন।[২] ইবন কাসির রহ. বলেন, ‘ইমাম বুখারি রহ.-এর শৈশবকালেই তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানেই তিনি লালিত পালিত হন। তিনি মকতবে পড়াকালীন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অন্তরে হাদিস মুখস্থের ইচ্ছা জাগ্রত করেন। তিনি দশ বছরের বালক থাকাবস্থায় প্রসিদ্ধ হাদিসের গ্রন্থগুলো পড়া শেষ করেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে, তিনি সাত বছরের বালক থাকাবস্থায় ধারাবাহিকভাবে সাত হাজার হাদিস মুখস্থ করেন।’[৩]

ইমাম বুখারি রহ. হাদিস শিক্ষা করার জন্য তাঁর বিভিন্ন শহরের সফর সম্পর্কে বলেন, 'আমি মক্কা, মদিনা, কূফা, বসরা, ওয়াসিত্ব, বাগদাদ, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি জনপদের এক হাজারেরও বেশী শায়খের সাথে যুগের পর যুগ ধরে দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে বহুবার সাক্ষাৎ করেছি। আমি সিরিয়া, মিশর ও আল-জাযীরার শায়খগণের সাথে ২ বার এবং বসরার শায়খগণের সাথে ৪ বার মুলাকাত করেছি। মক্কা-মদিনায় ছয় বছর অবস্থান করেছি। আর আমি কত বার যে কূফা ও বাগদাদে প্রবেশ করেছি, তার হিসাবই রাখিনি।'[৪] ইমাম বুখারি রহ.-এর ছাত্র সংখ্যা ছিলেন লক্ষাধিক। মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-ফিরাবরি রহ. বলেন, ইমাম বুখারি রহ.-এর নিকট থেকে সহিহুল বুখারি শ্রবণ করেছেন ৭০ হাজার ছাত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছে, ইমাম মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ প্রমুখ।[৫] ইমাম বুখারি রহ. ২৫৬ হিজরীতে শনিবারের দিন ঈদুল ফিতরের রাতে এশার ছালাতের সময় মারা যান। তাকে ঈদুল ফিতরের দিন যোহরের সালাতের পর দাফন করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম ৬২ বছর।[৬]

৩. সহিহুল বুখারির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যদিও ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রন্থটি 'সহিহুল বুখারি' বা 'আল-জামি'উস সহিহ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু তার আসল নাম, اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ 'রাসূলুল্লাহ সা.-এর যাবতীয় ব্যাপার, কাজকর্ম, সুন্নাত ও সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল সনদযুক্ত হাদিস সমূহের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন'।[৭] মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবু যাহ্‌ব রহ. বলেন, 'ইমাম বুখারি রহ. যখন গ্রন্থটি লেখা শেষ করলেন, তখন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, ''আলি ইবন মাদিনি রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট তা পেশ করলে, সকলেই তার প্রশংসা করেন। চারটি হাদিস ব্যতীত তাঁর সকল হাদিসের সহিহ হওয়ার ব্যাপারে তারা স্বীকৃতি দেন। ইমাম উকাইলি বলেন, এই ৪টি হাদিসে ইমাম বুখারি রহ.-এর কথাই সঠিক। তথা এই ৪টি হাদিসও সহিহ।[৮]

ইমাম বুখারি রহ. ছয় লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ ১৬ বছরে 'আল-জামি'উস সহিহ' গ্রন্থটি সংকলন করেন। ইবন আস-সালাহ ও নববি রহ.-এর মতে, পুনরুল্লেখ সহ 'জামি'উস সহিহ' গ্রন্থের হাদিস সংখ্যা হবে ৭২৭৫টি। পুনরুল্লেখ ছাড়া হাদিস সংখ্যা হবে ৪০০০টি।[৯]

৪. علم البيان -এর পরিচয় ও সহিহুল বুখারির হাদিসে এর ব্যবহার

এটি আরবি অলংকার বিদ্যার একটি অন্যতম শাখা। علم البيان অলংকার শাস্ত্রের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে একটি ভাব বা অর্থকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক বর্ণনার পন্থা জানা যায়।

علم البيان এর পরিচয়

علم البيان একটি যৌগিক শব্দ। প্রথমটি علم, এর মূলবর্ণ (ع–ل–م)। এটি اسم এবং একবচন। বহুবচন علوم। অর্থ: জ্ঞান, তথ্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, তত্ত্ব ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি البيان, এটি (ب–ي–ن) মূলবর্ণ হতে বাবে ضرب এর মাসদার। অর্থ: বর্ণনা করা, প্রকাশ করা, উজ্জল করা, বিবরণ, বিশ্লেষণ, সাবলিল আলোচনা যা অন্তরের ভাবকে ব্যক্ত করে ইত্যাদি।[১০]

علم البيان এর সংজ্ঞায় تلخيص المفتاح গ্রন্থাকার বলেন,

هو علم يعرف به ايراد المعني الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.[١١]

'ইলমুল বায়ান এমন একটি বিজ্ঞান, যার মাধ্যমে একই অর্থকে বিভিন্ন উপায়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়'।

সহিহুল বুখারিতে علم البيان এর ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ সা. 'জাওয়ামি'উল কালিম' ছিলেন। সহিহুল বুখারির হাদিসে علم البيانএর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এতে ব্যাপকভাবে التشبيه (সাদৃশ্য), المجاز (রূপক) ও الكناية (ইঙ্গিত) ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। এখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে সহিহুল বুখারির হাদিসে علم البيان এর ব্যবহার দেখানোর প্রয়াস পাব ইনশা-আল্লাহ!

التشبيه এর পরিচয় ও সহিহুল বুখারির হাদিসে এর ব্যবহার

আরবি ভাষা ও সাহিত্যে التشبيه একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ইলমুল বালাগাতের এক বিশাল অঙ্গন জুড়ে এর বিচরণ। এটি একটি চমৎকার ও উন্নতমানের বাকরীতি। এর মাধ্যমে বক্তব্য আরো অধিক স্পষ্ট হয় এবং বাক্য সৌন্দর্যপূর্ণ হয়।

হাদিসে নববিতে ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে التشبيه এর পরিচয় তুলে ধরে সহিহুল বুখারির হাদিসে এর ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

التشبيه এর পরিচয়

التشبيه শব্দটি মূলবর্ণ (ش–ب–ه) হতে বাবে **التفعيل** এর মাসদার। এটি একবচন। বহুবচন **تشبيهات** বা **تشابيه**। এটি **التمثيل** এর সমার্থক। যার অর্থ: উপমা দেয়া, উদাহরণ দেয়া, তুলনা করা, সাদৃশ্য প্রতিপাদন ইত্যাদি। **شبه** শব্দের পরে **ب** সীলাহ আসলে উপমা দেয়া, উদাহরণ দেয়ার অর্থ প্রদান করে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, **شبه الشيئ بالشيئ** অর্থাৎ 'একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে'।[১২]

التشبيه এর সংজ্ঞায় 'আলি আল-জারিম ও মুস্তাফা আমিন বলেন,

التشبيه: بيان أنَّ شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. [১৩]

' **التشبيه** হলো এমন বর্ণনা দেওয়া যে, একটি বস্তু বা একাধিক বস্তু একটি গুণ কিংবা একাধিক গুণে অন্যের সাথে উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত **كاف** অথবা তার মত অন্য কোন অব্যয় দ্বারা সম্পৃক্ত হবে'।

أركان التشبيه বা তাশবিহর ভিত্তি চারটি। যথা: ১. **المشبه** (উপমেয়), ২. **المشبه به** (উপমান), ৩. **أداة التشبيه** (উপমার অব্যয়), ৪. **وجه الشبه** (উপমার ক্ষেত্র, তুলনার দিক)। প্রথমের দু'টিকে **طرفا التشبيه** বলা হয়।[১৪]

১. **المشبه** (উপমেয়): বাক্যে যাকে (অন্যের সাথে) তুলনা করা হয় তাকে **المشبه** বলে।

২. **المشبه به** (উপমান): যার সাথে তুলনা করা হয়, তাকে **المشبه به** বলে। এ দু'টিকে **طرفا التشبيه** (উপমার দু'পার্শ্ব) বলে।

৩. **أداة التشبيه** (উপমার অব্যয়): এটি এমন একটি অক্ষর বা শব্দ, যা সাদৃশ্যের অর্থ প্রদান করে। যেমন: **ك, كأن, نحو, مثل** ইত্যাদি। যেমন বলা হয়ে থাকে, **العلم كالنور في الهداية** 'পথপ্রদর্শনে বিদ্যা আলোর ন্যায়।' আলোচ্য উদাহরণে **العلم** শব্দটি **مشبه, النور** শব্দটি **المشبه به, الهداية** শব্দটি **وجه التشبيه** ও **ك** হলো **أداة التشبيه**।

৪. **وجه الشبه** (উপমার ক্ষেত্র, তুলনার দিক): এটি এমন একটি গুণের নাম যাতে **مشبه** ও **مشبه به** উভয়ই শরীক থাকে।[১৫] নিম্নে সহিহুল বুখারিতে কোথায় **التشبيه** এর অলংকার নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

সহিহুল বুখারিতে التشبيه এর ব্যবহার

التشبيه এর সংজ্ঞার আলোকে সহিহুল বুখারির হাদিসের মধ্যে অনেক বাক্য পাওয়া যায়, যেগুলোর মাঝে **التشبيه** এর ব্যবহার ঘটেছে। এ পর্যায়ে হাদিসের এমন কিছু উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করা হলো, যার মধ্যে **التشبيه** এর বর্ণনালংকার ফুটে উঠেছে।

নবী সা. এর বাণী: [১৬] **أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ** 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছো।' উক্ত হাদীছে **التشبيه** এর অলংকার ফুটে উঠেছে। এখানে **عبادة الله** 'বান্দার ইবাদত'-এর সাথে **أداة التشبيه** হিসেবে (**كأن**) দ্বারা ব্যক্তির **رؤية الله** 'আল্লাহর দেখা'-কে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। এখানে **عبادة الله** হলো মুশাব্বাহ এবং ব্যক্তির **رؤية الله** হলো মুশাব্বাহ বিহী। ইমাম নববি রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রদত্ত বক্তব্য **جوامع الكلم** এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা আমাদের কেউ যখন ইবাদতে দাঁড়িয়ে এটা ধরে নিবে যে, তাকে তাঁর রব দেখছেন, তখন কখনোই তার খুযূ, খুশূ বিনষ্ট হবেনা। যেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তুমি সকল অবস্থায় আল্লাহকে পর্যবেক্ষণকারী জেনে তাঁর ইবাদত করবে।[১৭]

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, দরিদ্র লোকেরা নবী সা.-এর নিকটে এসে অভিযোগ করলেন, [১৮] **يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ** 'তারা আমাদের মত সালাত আদায় করছেন ও আমাদের মত সিয়াম পালন করছেন।' উক্ত হাদিসে সম্পদশালীর সালাতের সাথে সাদাক্বাহ আদায়ে অক্ষম অসম্পদশালী ব্যক্তির সালাতের সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। আবার

সম্পদশালীর সিয়ামের সাথে অসম্পদশালীর সিয়ামের সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। এখানে (كَ)-এর মাধ্যমে তাশবিহ দেওয়া হয়েছে। ইবন 'ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমার দু'কাধে হাত রেখে বললেন,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ [১৯]

'তুমি দুনিয়াতে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী।' উক্ত হাদিসে মুসলিমের দুনিয়ার জীবনের তাশবিহ দেওয়া হয়েছে একজন অসহায় ব্যক্তির সাথে, যে তার কাওমের সাথে বাস করে অথচ কেউ তাকে চেনেনা এবং সে কারো সাথে চলাফেরাও করেনা। আবার মুসলিমকে পথিকের সাথে تشبيه বা তুলনা দেওয়া হয়েছে। 'আলি রা.-কে উদ্দেশ্য করে খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ [২০] 'আল্লাহর কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হিদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উট লাভের চেয়েও উত্তম।'[২১] উক্ত হাদিসের মধ্যে হেদায়েতকে লাল উটের সাথে তাশবিহ দেয়া হয়েছে। যদিও পরকালীন বিষয়গুলো দুনিয়াবী বিষয়ের চেয়ে অধিক মর্যাদাকর, তদুপরী দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য দেয়া বুঝার জন্য সহজতর।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ[২২] 'সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও মতবিরোধ থাকবে।' উক্ত হাদিসের মধ্যে রূহের জগতে সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর মত একত্রিত ছিল বলার দ্বারা তাশবিহ বা সাদৃশ্য পেশ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [২৩] الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى 'উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম।' এখানে নিচের হাত (দান গ্রহীতা) অপেক্ষা উপরের হাত (দান করা) উত্তম বলার দ্বারা তাশবিহ বা সাদৃশ্য পেশ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [২৪] لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ 'প্রকৃত মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।' উক্ত হাদিসে একজন মুমিন কখনো একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয়না বলার দ্বারা তাশবিহ বা সাদৃশ্য পেশ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [২৫] مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ 'যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমালংঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মত, যারা লটারির মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল।' আলোচ্য হাদিসে (مَثَلُ) হরফে তাশবিহর মাধ্যমে الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ বাক্যকে قَوْمٍ اسْتَهَمُوا এর সাথে তাশবিহ বা সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। এখানে (كَ) ও (مَثَلُ) হরফে তাশবিহ এবং الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ মুশাব্বাহ ও قَوْمٍ اسْتَهَمُوا মুশাব্বাহ বিহী।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [২৬] وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ 'কোন মু'মিনকে লা'নত করা তাকে হত্যা করা তুল্য। আর কোন মু'মিনকে কুফরীর অপবাদ দেয়াও তাকে হত্যা করার তুল্য।' আলোচ্য হাদিসে (ك) হরফে তাশবিহর মাধ্যমে مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا ও مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ বাক্যদ্বয়কে قَتْلِهِ এর সাথে তাশবিহ বা সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। এখানে (كَ) হরফে তাশবিহ এবং مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا ও مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ বাক্যদ্বয় মুশাব্বাহ ও قَتْلِهِ মুশাব্বাহ বিহী।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [২৭] السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 'বিধবা ও মিসকীন এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়'। আলোচ্য হাদিসে (ك) হরফে তাশবিহর মাধ্যমে السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ বাক্যকে مُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ এর সাথে তাশবিহ দেওয়া হয়েছে। এখানে (كَ) হরফে তাশবিহ এবং السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ মুশাব্বাহ ও مُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ মুশাব্বাহ বিহী।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [২৮] إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ 'নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন। সাবধান! মসিহ দাজ্জালের ডান চোখ কানা এবং তার চোখটি যেন [গুচ্ছ থেকে] ভেসে ওঠা আঙ্গুর।' আলোচ্য হাদিসে (ك) হরফে তাশবিহর মাধ্যমে إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى বাক্যকে أَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ এর সাথে তাশবিহ দেওয়া হয়েছে। এভাবে সহিহুল বুখারির হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে অনেক হাদিসের মাঝে تشبيه এর ব্যবহার ঘটেছে।

المجاز এর পরিচয়

অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবি ভাষাতেও المجاز এর ব্যবহার খুবই সমাদৃত। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এর চমকপ্রদ ব্যবহার বিদ্যমান। এমনকি আরবদের দৈনন্দিন কথোপকথন ও সাহিত্যচর্চায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে المجاز এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূলত **مجاز** শব্দটি **مفعل** এর ওজনে **جواز** থেকে উৎকলিত। মূলবর্ণ ج–و–ز। যার অর্থ- অতিক্রম, পথ, বারান্দা, রূপক ইত্যাদি।[২৯]

المجاز ঐ শব্দকে বলে যেটি এমন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যে অর্থের জন্য ঐ শব্দটিকে গঠন করা হয়নি এবং এরূপ ব্যবহারে উভয় অর্থের মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং এমন ইঙ্গিত (قرينة) থাকে যা তার মূল অর্থ গ্রহণে বাধা প্রদান করে।

المجاز এর সংজ্ঞায় 'আলি আল-জারিম ও মুস্তাফা আমিন বলেন,

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعني الحقيقي. [৩০]

'প্রকৃত অর্থ গ্রহণে বাধাদানকারী কোন ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকার শর্তে মূল ও রূপক অর্থের মাঝে কোন সম্পৃক্ততার কারণে শব্দকে তার প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার করা।'

প্রকৃত ও রূপক অর্থের মাঝে একটি **علاقة** বা সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয়। যা সাধারণত المشابهة বা সাদৃশ্য হয়ে থাকে। তবে কখনও কখনও **علاقة** টি المشابهة ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। আর قرينة বা ইঙ্গিত কখনও لفظية আবার কখনও **حالية** হয়ে থাকে।[৩১] المجاز প্রথমত দু'প্রকার। যথা: **١. المجاز العقلي ٢. المجاز اللغوي** । এর মধ্যে ইতোপূর্বে المجاز এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটাই **المجاز اللغوي** এর এর সংজ্ঞা। আর **المجاز العقلي** এর সংজ্ঞায় 'আলি আল-জারিম ও মুস্তাফা আমিন বলেন,

المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلي غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيق [৩২]

'**الإسناد الحقيقي** বা প্রকৃত সম্পর্ক গ্রহণে বাধাদানকারী ইঙ্গিত থাকার কারণে **فعل** বা **فعل** এর উপযুক্ত বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কোন কিছুর প্রতি সম্পর্ক করে দেওয়াকে **المجاز العقلي** বলা হয়'।

المجاز اللغوي আবার দু'প্রকার। যথা: **١. الاستعارة ٢. المجاز المرسل** ।

المجاز المرسل : এর পরিচয় সম্পর্কে অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعني الأصلي [৩৩]

'প্রকৃত অর্থ গ্রহণে বাধাদানকারী ইঙ্গিত থাকলে **مشابهة** বা সাদৃশ্য ভিন্ন আর কোন সম্পর্কের কারণে প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত শব্দকে **المجاز المرسل** বা মুক্ত রূপকালংকার বলে।'[৩৪]

الاستعارة : এর পরিচয় সম্পর্কে অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

الاستعارة من المجاز اللغوي، و هي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائما.[৩৫]

'**الاستعارة**হলো, উপমাদানের দু'টি অংশ **مشبه به** ও **مشبه** এর কোন একটিকে অনুক্ত রেখে উপমা প্রদান করা। এক্ষেত্রে সদা-সর্বদা সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে সম্পর্করূপে বিবেচিত হবে।'

আরবি অলংকারশাাস্ত্রবিদগণ **الاستعارة**-কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথমত: **الاستعارة** এর একটি অংশ উল্লেখ করা বা উহ্য রাখার বিবেচনায় এটি দু'প্রকার। **١. مكنية ٢. تصريحية** । অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় **تصريحية** বলা হয়, **وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به** 'যাতে **مشبه به** শাব্দিকভাবে উল্লেখ থাকে।'[৩৬] আর **مكنية** হলো, **وهي ما حذف فيها المشبه به و رمز له بشيئ من لوازمه** 'যাতে **مشبه به** উহ্য থাকে এবং **مشبه به** এর জন্য আবশ্যকীয় কোন কিছুর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়।'[৩৭]

দ্বিতীয়ত: শাব্দিক বিবেচনায় الاستعارة দু'প্রকার। যথা: ১. التبعية ২. الأصلية ।

الأصلية: এর পরিচয় সম্পর্কে 'আলি আল-জারিম ও মুস্তাফা আমিন বলেন, تكون الاستعارة أصلية اذا كان اللفظ الذي جرت فيه إسما جامدا 'যে শব্দের الاستعارة হয় সে শব্দটি যদি اسم جامد হয়, তবে তাকে الاستعارة أصلية বলা হয়।'[৩৮]

التبعية : এর পরিচয় সম্পর্কে 'আলি আল-জারিম ও মুস্তাফা আমিন বলেন,

تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا. [৩৯]

'যে শব্দে الاستعارة হয়, সে শব্দটি যদি اسم مشتق বা فعل হয়, তবে তাকে الاستعارة التبعية বলা হয়।'

তৃতীয়ত: অনুকূল বিষয়ের বিবেচনায় الاستعارة তিন প্রকার। যথা: ১. المطلقة ২. المجردة ৩. المرشحة ।

অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় المرشحة হলো, الاستعارة ' ما ذكر معها ملائم المشبه به এর ক্ষেত্রে مشبه به এর আনুসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ থাকলে তাকে الاستعارة المرشحة বলে'।[৪০]

অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় المجردة হলো, الاستعارة ' ما ذكر معها ملائم المشبه এর ক্ষেত্রে المشبه এর আনুসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ না থাকলে তাকে الاستعارة المجرة বলে'।[৪১]

অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় المطلقة হলো, الاستعارة ' ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه এর ক্ষেত্রে المشبه به অথবা المشبه এর আনুসঙ্গিক কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকলে তাকে الاستعارة المطلقة বলে'।[৪২]

الاستعارة এর আরেকটি প্রকার হল, الاستعارة التمثيلية। অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় الاستعارة التمثيلية বলা হয়, الاستعارة التمثيلية: تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي 'প্রকৃত অর্থ গ্রহণে বাধাদানকারী কোন ইঙ্গিত থাকলে علاقة المشابهة এর কারণে কতিপয় যৌগিক শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহার করাকে الاستعارة التمثيلية বলে'।[৪৩]

সহিহুল বুখারিতে المجاز ব্যবহার

হাদিসের মাঝে রাসূল সা. এর অনেক উক্তি রয়েছে, যে গুলোতে المجاز এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে হাদিসের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরে সে গুলোর মাঝে المجاز এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [৪৪] فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 'প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।' উক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. মুমিন ব্যক্তির আমলের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা স্থির করেছেন। আমলের ক্ষেত্রে মূল হল, উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হওয়া। যখন আমলের ক্ষেত্রে নিয়্যত বিশুদ্ধ হবে তখন সে আমল গ্রহণযোগ্য হবে। আলোচ্য হাদিসে এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (المجاز) বা রূপকভাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, (إِلَى دُنْيَا) 'দুনিয়ার উদ্দেশ্যে' এর মধ্যে (مجاز مرسل) 'মুক্ত রূপকালংকার'[৪৫] এর প্রয়োগ ঘটেছে। একইভাবে (أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا)-এর মধ্যে مجاز مرسل -এর প্রয়োগ ঘটেছে। আবার (يُصِيبُهَا) -এর মধ্যে استعارة مكنية 'ইঙ্গিতসূচক উৎপ্রেক্ষালংকার'-এর প্রয়োগ ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী:

ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. [٤٦]

'অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে বলা হয়, তার 'আমল, তার রিযক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে তা লিপিবদ্ধ করতে।' উক্ত হাদিসে أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ মূলত مجاز مرسل হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। কেননা শিশু তার মায়ের গর্ভে অবস্থানকালে সে জানতে পারেনা যে, সে

সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা হবে। দুনিয়ার জীবনে আসার পরেই কেবল তার রিযিক, বয়স, কর্ম ও সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ. [৪৭]

'জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে মাংসের টুকরোটি হল কলব।' হাদিসে القلب-কে المضغة এর সাথে তাশবিহ দেওয়া হয়েছে। এখানে القلب শব্দকে الأصلية الاستعارة التصريحية হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনও কখনও مجاز مرسل হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। কেননা তাতে الجزء দ্বারা الكل উদ্দেশ্য নেওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ [৪৮] 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।' উক্ত হাদিসের بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ -এর মধ্যে استعارة مكنية 'ইঙ্গিতসূচক উৎপ্রেক্ষালংকার'-এর প্রয়োগ ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ [৪৯] 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়।' উক্ত হাদিসেঃ استعارة এর প্রয়োগ ঘটেছে। কেননা এতে ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুন থাকাকে রূপকভাবে ঈমানের স্বাদ পাওয়ার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلاَمُ، وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ، وَتِلْكَ العُرْوَةُ عُرْوَةُ الوُثْقَى [৫০] 'এ বাগান হল ইসলাম, আর স্তম্ভটি হল ইসলামের খুটিসমূহ (করনীয় মৌলিক বিষয়াদি), কড়াটি হল (কুরআনে উল্লেখিত) "উরওয়াতুল উসকা" (শক্ত ও অটুট কড়া)।' উক্ত হাদিসে رَوْضَةُ الإِسْلاَمُ, عَمُودُ الإِسْلاَمِ, عُرْوَةُ الوُثْقَى তিনটি استعارة এর প্রয়োগ ঘটেছে। কেননা এতে রূপকভাবে প্রশস্ত ও সবুজ বাগানকে ইসলামের সাথে, লোহার স্তম্ভকে ইসলামের রূকনের সাথে এবং স্তম্ভের উর্ধ্বে থাকা শক্ত কড়াকে 'উরওয়াতুল উসকার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ [৫১] 'একজন অপর জনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন আর একজনকে যেন কাফির বলে অপবাদ না দেয়।' উক্ত হাদিসে استعارة এর প্রয়োগ ঘটেছে। কেননা এতে يَرْمِي শব্দকে রূপকভাবে গালি দেওয়া ও অপবাদ দেওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ [৫২] 'কেউ আমাদের এই শরিয়াতে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' উক্ত হাদিসে, (فَهُوَ رَدٌّ)-এর মধ্যে مجاز عقلي -এর প্রয়োগ ঘটেছে। এখানে مصدر (শব্দমূল) উল্লেখ করে اسم مفعول(কর্মবাচ্য বিশেষ্য) এর অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ رد (মাসদার)-কে مردود (ইসমে মাফ'উল) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম বুখারি রহ. অধ্যায় রচনা করেছেন,

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. [৫৩]

'অধ্যায়: নাবী সা.-এর বাণী: 'দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সমগ্র মুসলিমের জন্য।' এখানে (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) এর মধ্যকার النَّصِيحَةُ শব্দটি النصح শব্দমূল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ- সেলাই করা। অতঃপর কল্যাণকামীর কর্মকে কাপড়ের ছিদ্র সিলাইকারীর সাথে তাশবিহ দেওয়া হয়েছে। এরপর النصح শব্দকে الاستعارة হিসেবে إصلاح حال الرجل বা মানুষের অবস্থার সংশোধন করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, অতঃপর النصح শব্দ থেকে النَّصِيحَةُ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে الاستعارة التصريحية التبعية এর পদ্ধতিতে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ [৫৪] 'তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা।' এখানে دِمَاءَهُمْ এর মধ্যে مجاز مرسل এর ব্যবহার হয়েছে। কেননা বাক্যে الجزء দ্বারা الكل উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [৫৫] 'কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়।' এখানে دَمُ এর মধ্যে مجاز مرسل এর ব্যবহার হয়েছে। কেননা বাক্যে الجزء দ্বারা الكل উদ্দেশ্য।

الكناية এর পরিচয়

الكناية অলংকার বিজ্ঞানের এক অনন্য দিক। বক্তা এর মাধ্যমে নানা প্রমাণাদিসহ চাহিদা মোতাবেক বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। এছাড়া **الكناية** এর মাধ্যমে মন্দ বা শ্রুতিকটু বক্তব্যও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা যায়। সহিহুল বুখারির অনেক স্থানে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে **الكناية** এর পরিচয় তুলে ধরে সহিহুল বুখারিতে এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হলো। আরবি **الكناية** শব্দটি মূল অক্ষর (**ك–ن–ي**) হতে উৎকলিত, যার বহুবচন **كنايات**। যার অর্থ- ইঙ্গিত, পরোক্ষভাবে উল্লেখ, লক্ষণ ইত্যাদি।[৫৬] **الكناية** ঐ শব্দকে বলে যার আসল অর্থ (**معني حقيقي**) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (**معني لازمي**) গ্রহণ করা হয়। তবে তার আসল অর্থ (**معني حقيقي**) গ্রহণ করাও বৈধ। অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় **الكناية** বলা হয়,

الكناية لفظ أطلق و أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعني. [৫৭]

'**الكناية** এমন শব্দকে বলা হয়, যা দ্বারা শব্দটির আবশ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে মূল অর্থ গ্রহণ করাও বৈধ।' যেমন মহান আল্লাহ বলেন, **فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ** 'তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি।' রোগ মূলত শরীরে হয়ে থাকে। উক্ত আয়াতে রোগ (**مرض**) বলে নিফাকের প্রতি ইঙ্গিত (**كناية**) করা হয়েছে।

كناية মূলত **مكني عنه** এর বিবেচনায় তিন প্রকার। কেননা **مكني عنه** কখনও **صفة** হয়, কখনও **موصوف** হয়, আবার কখনও **نسبة** হয়ে থাকে।[৫৮]

১. **كناية عن الصفة** : যে **كناية** তে **مكني عنه** হয়ে থাকে **الصفة**।

২. **كناية عن الموصوف** : যে **كناية** তে **مكني عنه** হয়ে থাকে **الموصوف**।

৩. **كناية عن النسبة** : যে **كناية** তে **مكني عنه** হয়ে থাকে **النسبة**।[৫৯]

সহিহুল বুখারিতে الكناية এর ব্যবহার

الكناية এর সংজ্ঞার আলোকে হাদিসের মাঝে এমন অনেক বাক্য পাওয়া যায়, যেগুলোর মাঝে **الكناية** এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে হাদিসের কিছু উক্তি তুলে ধরে সেগুলোর মাঝে **الكناية** এর ব্যবহার পর্যালোচনা করা হলো। যেমন রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী:

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. [৬০]

'অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিলের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।' উক্ত হাদিসে (**فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ**) দ্বারা একনিষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্য **قصد** বা ইচ্ছা করা উদ্দেশ্য। এখানে **الكناية** এর পদ্ধতিতে **الإخلاص** উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং **كناية عن صفة** এর প্রয়োগ ঘটেছে। এছাড়া (**فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ**) দ্বারা **الكناية** এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তা হলো, হিজরতের মর্যাদা এবং মহান আল্লাহর নিকটে হিজরতের মূল্যায়ন ও এর শুভ পরিণতি। অতঃপর (**فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ**) দ্বারা **كناية** এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ 'দুনিয়া' ও 'নারী' গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, এখানে **كناية عن صفة** এর প্রয়োগ ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [৬১] **مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ** 'তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে, এমন সময় তার 'আমলনামা তার উপর জয়ী হয়।' উক্ত হাদিসে **الكناية** এর প্রয়োগ ঘটেছে। আসল অর্থ (**معني حقيقي**) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (**معني لازمي**) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী আমলের স্তর সাপেক্ষে ব্যক্তি ও জান্নাতের মাঝে এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকাকে উদ্দেশ্য করা হয় নি। বরং এখানে **كناية** 'ইঙ্গিতসূচক'

হওয়ার দিক দিয়ে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে تصوير القرب من الوقوع তথা জান্নাতে পতিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী:

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ. [٦٢]

'জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে মাংসের টুকরোটি হল অন্তর।' উক্ত হাদিসে (إِذَا صَلَحَتْ) এর মধ্যে আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী مضغة صالحة বা সুস্থ মাংসপিন্ড উদ্দেশ করা হয়নি। বরং এখানে كناية عن موصوف এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে سلامة القلب و حسن الإيمان তথা সুস্থ অন্তর ও সুন্দর ঈমান উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও (صَلَحَ الجَسَدُ) এর মধ্যেও আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী الجسد سليم معافي من الأمراض বা রোগ থেকে মুক্ত সুস্থ শরীর উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং এখানে كناية عن موصوف এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে ملازمة صاحبه للطاعة في أعماله و أخلاقه তথা ব্যক্তির আনুগত্য, আমল ও আখলাক ধারণ করা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

অতঃপর (إِذَا فَسَدَتْ) এর মধ্যেও আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী العضو أصب الضر বা অসুস্থ অঙ্গ উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং এখানে كناية عن موصوف এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে الجحود والشك والكفران بالله তথা আল্লাহকে অস্বীকার ও সন্দেহ করা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও (فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ) এর মধ্যেও আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী الجسد كله مريض পুরো শরীর বিভিন্ন রোগ দ্বারা অসুস্থ উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং এখানে كناية عن موصوف এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে ملازمة صاحبه للمعصية والفجور তথা ব্যক্তির পাপ ও অন্যায় কাজে সম্পৃক্ত থাকা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [৬৩] مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ 'যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি।' উক্ত হাদিসে (آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ) এর আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী চলমান যুদ্ধ ও পদাতিক বাহিনী উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং এখানে كناية এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে (কাফিরদের প্রতি) আল্লাহর শত্রুতা, ক্রোধ ও লাঞ্ছনা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

ইবনে ওমর রা.-এর উক্তি: [৬৪] إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে আর সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না।' উক্ত হাদিসে আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী ব্যক্তি যখন সকাল পাবে তখন সে আর রাত পাবেনা এবং যখন রাত পাবে তখন আর দিন পাবেনা উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং এখানেكناية عن موصوف এর পদ্ধতিতে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে الاستعداد للموت والرحيل তথা মৃত্যু ও প্রস্থানের প্রস্তুতি নেওয়া উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [৬৫] لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ 'প্রকৃত মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।' উক্ত হাদিসে الكناية এর প্রয়োগ ঘটেছে। আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ معني لازمي গ্রহণ করা হয়েছে। এই হাদিস দ্বারা কোন মুমিন ব্যক্তি যেন গর্তে হাত না দেয় এই অর্থ হওয়া খুবই বিরল ও দূরবর্তী অর্থ। বরং এখানে আবশ্যিকভাবে অর্থ হবে, নিশ্চয় প্রশংসিত মুমিন সে ব্যক্তি যিনি কখনোই গাফিল হোন না। তিনি খুবই বুদ্ধিমান হোন, যাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারেনা।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. [৬৬]

'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন উযূর পানিতে হাত ঢুকানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।' উক্ত হাদিসে الكناية এর প্রয়োগ ঘটেছে। আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নিকটবর্তী ও প্রকাশ্য অর্থানুযায়ী ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিন বার হাত ধৌত করা ব্যতীত পাত্রে হাত দেওয়া নিষেধ হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে كناية 'ইঙ্গিতসূচক' হওয়ার দিক দিয়ে দূরবর্তী অর্থ হিসেবে নোংরা কাজ থেকে বেঁচে থাকা ও বুঝে শুনে অল্প কথা বলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী: [৬৭] مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ 'যে ব্যাক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহবা) এবং দু' উরুর মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর হিফাযত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব।' উক্ত হাদিসে, الكناية عن نسبة (সম্পর্ক থেকে পরোক্ষ উল্লেখ) এর প্রয়োগ ঘটেছে। আসল অর্থ (معني حقيقي) বাদ দিয়ে আবশ্যিক অর্থ (معني لازمي) গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন সর্বোত্তম বাগ্মী। মর্যাদাগত দিক দিয়ে পবিত্র কুরআনের পরই সহিহুল বুখারির স্থান। আরবি অলংকার শাস্ত্রে علم البيان বা বর্ণনালংকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহিহুল বুখারিতে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদিসের মাঝে অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্রের ব্যবহার হয়েছে। সহিহুল বুখারির হাদিসের পরিধি অনেক বিস্তৃত হওয়ায় বর্ণনালংকারের সকল সূত্র বিশ্লেষণ করে হাদিসে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনা করা কঠিন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে অলংকার শাস্ত্রের বর্ণনালংকারের উল্লেখযোগ্য কিছু সূত্রের পরিচয় তুলে ধরে সহিহুল বুখারিতে বর্ণিত হাদিসের মাঝে সেগুলোর ব্যবহার পর্যালোচনা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবু যাহ্উ, *আল-হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুন* (রিয়াদ: ইদারাতুল বুহূছিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইনশা ওয়াদ দা'ওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.), পৃ. ৩৫৩।

[২] খতীব বাগদাদী, *তারিখে বাগদাদ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৭ হি.) পৃ. ৩২৪; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *হুদা আস-সারী*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুর রিসালাহ আল-আলামিয়্যাহ, ১ম সং, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ৫২৭।

[৩] ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (দারুল ফিকর, প্রকাশ : ১৯৮৬ খৃ.) ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৫।

[৪] ইবন আসাকির, *তারীখে দিমাশক্*, ৫২তম খণ্ড, (দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫৮; ইমাম যাহাবী, *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, ১২তম খণ্ড (আর-রিসালাহ প্রকাশনী, ৪র্থ সং, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৪০৭।

[৫] আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৭৩।

[৬] ইবনে আদী, *আছামী*, (বৈরূত, লেবানন: দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ৬২।

[৭] ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।

[৮] আবু যাহব, *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন* পৃ. ৩৭৮।

[৯] আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৭৫।

[১০] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াবী, *মিসবাহুল লুগাত*, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৬৩৮ ও ৬৭; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৭১৪ ও ২৩৮।

[১১] সা'দ উদ্দীন মাস'উস ইবন ওমর আত-তাফতাযানী, *তালখিসুল মিফতাহ*, (মিসর: মাতবা'তুত তাওহীদ, ১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ১২৮।

[১২] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াবী, *মিসবাহুল লুগাত*, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৪৪৯; *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ২৮৪।

[১৩] 'আলি আল-জারিম ও মুস্তাফা আমিন, *আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ*, (ঢাকা: চকবাজার, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, তা.বি.), *আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ*, পৃ. ১৭।

[১৪] *তদেব।*

[১৫] প্রফেসর ড. মু. নকিবুল্লাহ, *আরবি অলংকারবিজ্ঞান*, (রাজশাহী: সাফিউল্লাহ, ২য় সং, ২০১৮ খ্রি.) পৃ. ১৬২।

[১৬] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, (দার তাওক্ব আন-নাজাত, ১ম সং, ১৪২২ হি.), হাদিস নং- ৫০।

[১৭] আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নববী, *আল-মানহায ফি শারহ সহীহিল মুসলিম*, ১ম খণ্ড, (বৈরূত: দার ইইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, ২য় সং, ১৩৯২ হি.), পৃ. ১৫৭।
[১৮] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং- ৮৪৩।
[১৯] *তদেব*, হাদিস নং- ৬৪১৬।
[২০] *তদেব*, হাদিস নং- ২৯৪২।
[২১] *তদেব*, হাদিস নং- ২৯৪২।
[২২] *তদেব*, হাদিস নং- ৩৩৩৬।
[২৩] *তদেব*, হাদিস নং- ১৪২৭।
[২৪] *তদেব*, হাদিস নং- ৬১৩৩।
[২৫] *তদেব*, হাদিস নং- ২৪৯৩।
[২৬] *তদেব*, হাদিস নং- ৬০৪৭।
[২৭] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং- ৫৩৫৩।
[২৮] *তদেব*, হাদিস নং- ৭৪০৭।
[২৯] *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৮৯৮।
[৩০] *আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ*, পৃ. ৬১।
[৩১] *তদেব*।
[৩২] *আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ*, পৃ. ১০০।
[৩৩] *তদেব*, পৃ. ৯৪।
[৩৪] *তদেব*, পৃ. ৯৪।
[৩৫] *তদেব*, পৃ. ৬৫।
[৩৬] *তদেব।*
[৩৭] *তদেব।*
[৩৮] *তদেব*, পৃ. ৭২।
[৩৯] *তদেব।*
[৪০] তদেব, পৃ. ৭৭।
[৪১] *তদেব।*
[৪২] *তদেব।*
[৪৩] *তদেব*, পৃ. ৮৪।
[৪৪] *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং- ১।
[৪৫] পরিভাষায় **مجاز مرسل** বলা হয়, যে **مجاز** -এ **معني موضوع له** এবং **معني مستعمل فيه** এর মধ্যে **تشبيه** এর সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। দ্রষ্টব্য: প্রফেসর ড. মু. নকিবুল্লাহ, আরবি অলংকারবিজ্ঞান, পৃ. ১৯০।
[৪৬] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং-৩২০৮।
[৪৭] *তদেব*, হাদিস নং- ৫২।
[৪৮] *তদেব*, হাদিস নং- ৮।
[৪৯] *তদেব*, হাদিস নং- ১৬।
[৫০] *তদেব*, হাদিস নং- ৩৮১৩।
[৫১] *তদেব*, হাদিস নং- ৬০৪৫।
[৫২] *তদেব*, হাদিস নং- ২৬৯৭।
[৫৩] *তদেব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।
[৫৪] *তদেব*, হাদিস নং- ২৫।
[৫৫] *তদেব*, হাদিস নং- ৬৮৭৮।
[৫৬] *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৮৩৮।
[৫৭] *আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ*, পৃ. ১০৭।
[৫৮] *তদেব*।
[৫৯] হাফনী বেগ নাসিফ, *আদ-দুরুসুল বালাগাহ*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল হিরা, তা. বি.), পৃ. ১১৬-১১৭।
[৬০] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং- ৫৪।
[৬১] *তদেব*, হাদিস নং- ৩২০৮।
[৬২] *তদেব*, হাদিস নং- ৫২।
[৬৩] *তদেব*, হাদিস নং- ৬৫০২।
[৬৪] *তদেব*, হাদিস নং- ৬৪১৬।
[৬৫] *তদেব*, হাদিস নং- ৬১৩৩।
[৬৬] *তদেব*, হাদিস নং- ১৬২।
[৬৭] *তদেব*, হাদিস নং- ৬৪৭৪।